যায়যায়দিন

তারিখ 9 JUL 2007
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

মাস হিস্টিরিয়া : বিশেষজ্ঞদের মতামত

সাময়িকভাবে স্কুল দু'তিন দিন বন্ধ রাখতে হবে

যাযাদি রিপোর্ট

দেশের আরো কয়েকটি স্থানের স্কুলে মাস হিস্টিরিয়া ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি একটি মাস নিউরোটোনিক প্রবলেম যেখানে একজন অজ্ঞান হলে তাকে দেখে অন্যরাও জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারে। পরিস্থিতিতে যে স্কুলে এ ধরনের ঘটনা ঘটবে পৃঃ২ ›› কঃ৫

সাময়িকভাবে স্কুল দু'তিন দিন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সেটি সাময়িকভাবে দু-তিনদিন বন্ধ দিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এ ব্যাপারে আজই সিদ্ধান্ত দেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আজ প্রেস ব্রিফিং করবেন।

ঢাকা মেডিকাল কলেজ হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের প্রধান ও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর এম এ ফায়েজ জানান, এটা কোনো শারীরিক ব্যাধি নয়। এটা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। তিনি বলেন, এ সমস্যায় পড়লে একজনকে দেখে পাশের জনরাও আক্রান্ত হয়। তিনি জানান, এ ক্ষেত্রে কোনো স্কুলে এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে সাময়িকভাবে দু-তিনদিন স্কুল বন্ধ দিলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন আক্রান্তদের বেশিরভাগই মেয়ে এবং তারা অল্প বয়সী। এ ধরনের সমস্যায় আক্রান্তরা অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে বলে তিনি জানান। তিনি বারবার বলেন, এটা কোনো ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা জন্তু বাহিত রোগ নয়।

ঢাকা মেডিকাল কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার হসপিটালে মানিকগঞ্জে মাস হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৮ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল। এর মধ্যে অবস্থার উন্নতি হওয়ায় এবং হসপিটালে ভর্তির প্রয়োজন না থাকায় ১৬ জনকেই ছুটি দিয়ে দেয়া হয়।

প্রফেসর ফায়েজ আরো বলেন, তারা পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন, এসব রোগীকে আলাদা রাখলে ভালো ফল পাওয়া যায়। একসঙ্গে রাখা হলে একজনকে কেউ দেখতে এলে বা একজন অসুস্থ আছে দেখলে অন্যরাও অসুস্থ হয়ে যায় বা চেষ্টা করে। এ বিবেচনায় তারা এসব রোগীকে আলাদা রাখার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, সাংবাদিক, ডাক্তার, অভিভাবকরা দেখতে এলে তাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক রোগী বেশি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে।